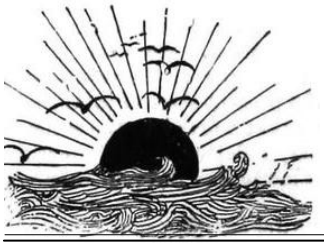

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের স্বরূপ

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

◘ শূন্যস্থান পূরণ কর----------//

১. যিনি সৃষ্টি করেন তিনি —।
২. ঈশ্বরের কোনো — নেই।
৩. জীবজগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা হলেন —।
৪. আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এতো — ।
৫. ত্রেতাযুগে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন — ।

উত্তর : ১. স্রষ্টা, ২. আকার, ৩. বিষ্ণু, ৪. মধুর, ৫. শ্রীরাম।

◘ ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সকল সৃষ্টির পেছনে	অবতার ও দেব-দেবী
২. আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব	বহু নামে অভিহিত করেছেন
৩. ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো	উপাসনা করেন
৪. এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ	অনুভব করি
	এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে

উত্তর :

১. সকল সৃষ্টির পেছনে **এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে।**
২. আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব **অনুভব করি।**
৩. ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো **অবতার ও দেব-দেবী।**
৪. এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ **বহু নামে অভিহিত করেছেন।**

◘ নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর'–কথাটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা, যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলি।

স্রষ্টা মানে যিনি সৃষ্টি করেন। যেমন মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা, প্রতিমা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি মাটি সৃষ্টি করতে পারেন না। এমন সব উপাদান যেমন মাটি, জল, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব ইত্যাদি সৃষ্টি করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সকল সৃষ্টির পিছনে এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে। এ অসীম শক্তিধর যিনি তাঁকেই আমরা বলি স্রষ্টা বা ঈশ্বর। এমনকি সৃষ্টির যিনি দেবতা, সেই ব্রহ্মেরও স্রষ্টা ঈশ্বর। তাই বলা যায়, সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পৃথিবীতে ঈশ্বর কেন অবতাররূপে আবির্ভূত হন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যখন ধর্মের গ্লানি হয় অর্থাৎ অন্যায় অবিচারে মানবজীবন বিপর্যস্ত হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায় তখন ঈশ্বর অবতাররূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি অবতাররূপে এসে সাধুদের পরিত্রাণ এবং পাপীদের ধ্বংস করে, ধর্মকে রক্ষা করেন। যেমন– তিনি ত্রেতাযুগে রামরূপে অবতীর্ণ হয়ে দুর্বৃত্তদের দমন করে ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'ঈশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন'– স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ঈশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন'– এখানে 'বহুরূপে' কথাটির মাধ্যমে তিনি 'জীব'কে নির্দেশ করেছেন। আমরা সবাই জানি, ঈশ্বর নিরাকার। তবে নিরাকার হলেও তিনি সাকাররূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি সকল জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এরূপে তাঁর অবস্থানকে বলা হয় জীবাত্মা। যেমন : মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা। এগুলোর মধ্যে একেকটির আকৃতি একেক রকম। কিন্তু সবার ভেতরই প্রাণ আছে। আর এ প্রাণ মানেই হচ্ছেন ঈশ্বর। এ সত্যটি প্রকাশ করতেই বিবেকানন্দ এ উক্তিটি করেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন কেন?

উত্তর : ঈশ্বর নিরাকার হলেও যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো আকার বা রূপ ধারণ করতে পারেন। একেই বলে ঈশ্বরের সাকার রূপ। যখন পৃথিবীতে অন্যায়-অপরাধ বেড়ে যায়, ন্যায় লোপ পায়, তখন অত্যাচার দূর করে সেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। আর এই সাকার রূপই অবতারও দেবদেবী। এছাড়াও বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার জন্য ঈশ্বর নিজেকে বা নিজের অংশবিশেষকে সাকার রূপ দেন। এরূপে ঈশ্বরকে আমরা দেব-দেবীও বলে থাকি। ঈশ্বর বিভিন্ন দেবতার রূপে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকেন। যেমন ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে রক্ষা বা পালন, শিবরূপে ধ্বংস ইত্যাদি।

◘ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ঈশ্বরের স্বরূপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণী ও বস্তুর একজন স্রষ্টা রয়েছেন, যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বলি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, তবে তিনি সাকার রূপও ধারণ করতে পারেন। যেমন– অবতার, দেবদেবী প্রভৃতি তাঁর সাকার রূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ দু'ধরনের। যথা : ১. সাকার এবং ২. নিরাকার।

সাকার রূপ : ঈশ্বরের সাকার রূপ হচ্ছে তাঁর দৃশ্যমান রূপ। যেমন :

১. বিভিন্ন অবতার রূপ — শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি।
২. বিভিন্ন দেব-দেবী — লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি।
৩. তাঁর সৃষ্ট সকল জীব। কারণ তিনি জীবের মধ্যে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন।

নিরাকার রূপ : ঈশ্বরকে আমরা মনে মনে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করি। তিনি আমাদের কৃপা করেন। এরূপে তাকে মাত্র অনুভব করা যায়। আর এটিই তাঁর নিরাকার রূপ। যেমন– বায়ু, আলো, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'সব সাকার রূপ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ'–উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : ঈশ্বরের সাকার রূপ অনেক। এগুলোর কোনোটি অবতার– যেমন : শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, আবার কোনোটি দেব-দেবী যেমন : গণেশ, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি।

এসব রূপ এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাকার রূপ। আমরা এসব রূপের উপাসনা করে কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা করি। মহান ঈশ্বর এসব রূপেই আমাদের ধরা দেন, কৃপা করেন। এ রূপগুলো মূলত তাঁর শক্তি বা গুণাবলির প্রকাশ ঘটায়। তিনি ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং শিবরূপে ধ্বংস করেন।

তাই 'সব সাকার রূপ একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ'–এ কথাটি যথার্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ঈশ্বর শব্দটির অর্থ কী?
ক জ্ঞান ● প্রভু গ স্তুতি ঘ তপস্যা

২. কোনটির আকার আছে?
ক বায়ু খ আলো গ শব্দ ● গাছপালা

৩. ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ –
i. দুষ্টের দমন ii. জীবের কল্যাণ iii. সৌন্দর্য উপভোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্পন্দন প্রতিদিন সকালে এমন একটি গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যালয়ে যায় যেটি উপদেশমূলক এবং যেখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়।

৪. স্পন্দন প্রতিদিন কোন গ্রন্থটি পাঠ করে?
ক রামায়ণ খ মনসামঙ্গাল গ শ্রীশ্রীচণ্ডী ● শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৫. উক্ত গ্রন্থ পাঠের ফলে স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারবে –
i. আত্মা অবিনশ্বর ii. কর্ম ত্যাগ নয় আসক্তি ত্যাগ
iii. ঈশ্বরের স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ-১ : স্রষ্টা ও ঈশ্বর শব্দের অর্থ ■ পৃষ্ঠা-২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬. হিন্দু ধর্মানুসারে সৃষ্টিকর্তাকে আমরা কী বলি? (জ্ঞান)
● ঈশ্বর খ আলরাহ গ খোদা ঘ গড

৭. 'স্রষ্টা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
যিনি ধ্বংস করেন ● যিনি সৃষ্টি করেন যিনি পালন করেন যিনি রৰা করেন

৮. মৃৎশিল্পী কী তৈরি করেন? (জ্ঞান)
● হাঁড়ি–পাতিল খ কুঠার–কাস্তে গ ছুরি–চাকু ঘ চেয়ার–টেবিল

৯. স্রষ্টার সৃষ্টির পেছনে কেমন শক্তি বিরাজ করছে? (অনুধাবন)
● অসীম খ সসীম গ বিচিত্র ঘ আকর্ষণীয়

১০. স্রষ্টা জীবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন কীভাবে? (অনুধাবন)
ক ঐক্যের সাথে খ বিচিত্রতার সাথে ● শৃঙ্খলার সাথে ঘ নির্দেশনার সাথে

১১. ঈশ্বর জীবনকে বেঁধে দিয়েছেন কাসের সাথে? (অনুধাবন)
ক জন্ম ● মৃত্যু গ সুখ ঘ দুঃখ

১২. হিন্দুধর্ম অনুসারে 'ঈশ্বর' স্রষ্টার কী? (অনুধাবন)
ক উপাধি খ পদ গ উপনাম ● নাম

১৩. মৃৎশিল্পী মাটি দিয়ে হাঁড়ি–পাতিল, খেলনা, প্রতিমা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এর সাথে কোনটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
● স্রষ্টার সৃষ্টি করা খ স্রষ্টার শক্তি প্রকাশ
গ স্রষ্টার পালন করা ঘ স্রষ্টার রূ প প্রকাশ

১৪. স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলার কারণ হিসেবে নিচের কোনটি যৌক্তিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক জীবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে ● জীবজগতের ওপর প্রভুত্ব করেন
গ জীবজগতের রূ প বদলে দেন ঘ জীবজগৎ পুনরায় সৃষ্টি করেন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. ঈশ্বর হলেন– (অনুধাবন)
i. সৃষ্টিকর্তা ii. স্থিতিকর্তা iii. পালনকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬. 'সূর্যের আলো তাঁরই আলো'– উক্তিটি দ্বারা প্রকাশ পায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঈশ্বরের শক্তি ii. ঈশ্বরের গুণ iii. ঈশ্বর সবকিছুরই নিয়ন্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিপন পাঠ্যবইয়ে বৈচিত্র্যময় একটি গ্রহের কথা জানল। এ গ্রহে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মমত। এখানে বিভিন্ন ধর্ম অনুসারে স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

১৭. রিপনের জানা গ্রহের সাথে নিচের কোন গ্রহটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
● পৃথিবী খ বুধ গ মঙ্গাল ঘ শুক্র

১৮. উদ্দীপকের শেষ উক্তি দ্বারা প্রমাণ হয়– (উচ্চতর দৰতা)
i. সকল ধর্মেই স্রষ্টার ধারণা বিদ্যমান ii. এক স্রষ্টার বিভিন্ন নাম
iii. স্রষ্টার গুণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ- ২ ও ৩ : ঈশ্বরের স্বরূপ : নিরাকার ও সাকার ■ পৃষ্ঠা-২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯. ঈশ্বরের কী নেই? (জ্ঞান)
● আকার খ লাবণ্য গ গুণ ঘ গন্ধ

২০. ঈশ্বর নিজের অংশবিশেষকে কী রূপ দান করেন? (জ্ঞান)
ক জীব–জন্তু ● অবতার গ মানুষ ঘ পশু–পাখি

২১. ঈশ্বরের সাকার রূপকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
ক মানুষ খ দানব ● দেব–দেবী ঘ পশু–পাখি

২২. 'অবতরণ' শব্দটির অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক চলে যাওয়া খ বসে পড়া ● নেমে আসা ঘ উড়ে যাওয়া

২৩. ঈশ্বর ত্রেতাযুগে কী রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক বিষ্ণু খ কৃষ্ণ গ গৌরাঙ্গ ● রাম

২৪. অবতার কার অংশ? (জ্ঞান)
● ঈশ্বরের খ দেবতার গ দানবের ঘ মানুষের

২৫. ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার কে? (জ্ঞান)
ক বিষ্ণু খ শিব ● শ্রীকৃষ্ণ ঘ ব্রহ্মা

২৬. ব্রহ্মা কাসের দেবতা? (জ্ঞান)
ক ধ্বংসের ● সৃষ্টির গ বিদ্যার ঘ শক্তির

২৭. সরস্বতী কাসের দেবী? (জ্ঞান)
ক শক্তির খ ধ্বংসের ● বিদ্যার ঘ সৃষ্টির

২৮. ধন–সম্পদের দেবী কে? (জ্ঞান)
ক দুর্গা খ সরস্বতী গ কালী ● লক্ষ্মী

২৯. বিষ্ণুরূপে ঈশ্বর কী করেন? (জ্ঞান)
ক সৃষ্টি ● প্রতিপালন গ ধ্বংস ঘ সম্পদদান

৩০. ঈশ্বরের শক্তি কেমন? (অনুধাবন)
● অসীম খ মহাকর্ষ গ সসীম ঘ অভিকর্ষ

৩১. ঈশ্বরের সাকার রূপ কোনটি? (অনুধাবন)
ক জীবজন্তু খ মানুষ গ দৈত্য–দানব ● অবতার

৩২. রাম অবতাররূপে ঈশ্বর কাকে বধ করেন? (জ্ঞান)
ক মহিষাসুর ● রাবণ গ বিভীষণ ঘ চিক্কুর

৩৩. ঈশ্বর কীরূপে জীবের মাঝে অবস্থান করেন? (অনুধাবন)
● জীবাত্মা খ পরমাত্মা গ অন্তরাত্মা ঘ অমরাত্মা

৩৪. ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন কীভাবে? (অনুধাবন)
ক মানুষকে সন্তুষ্ট করলে খ দানবদের সন্তুষ্ট করলে
● দেব–দেবীকে সন্তুষ্ট করলে ঘ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলে

৩৫. নিশি প্রকৃতিতে তার সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করছে। এই সৃষ্টিকর্তা কে? (প্রয়োগ)
ক ব্রহ্মা খ বিষ্ণু গ শিব ● ঈশ্বর

৩৬. 'ঈশ্বর অসীম ও অনন্য শক্তির বলে যেকোনো আকার ধারণ করতে পারেন'– উক্তিটি দ্বারা নিচের কোনটির প্রমাণ হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ঈশ্বর সাকার খ ঈশ্বরের রূ প আছে
● ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঘ ঈশ্বর অনন্ত

৩৭. ঈশ্বর দেব–দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।–এখানে ঈশ্বরের কোন রূপ প্রকাশিত হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক নিরাকার খ খন্ডিত ● সাকার ঘ পূর্ণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৮. ঈশ্বরের সাকার রূপ– (অনুধাবন)
i. দেব–দেবী ii. জীবজন্তু iii. গাছপালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৯. ঈশ্বর অবতার হিসেবে আবির্ভূত হন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যখন অবিচারে বিপর্যস্ত পৃথিবী ii. অনাচারে ভরে যায়
iii. অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রতন মেলা থেকে রংবেরঙের মুখোশ কিনে এনেছে। সে এটি পরে একেক সময় একেক রূ পে সাজবে। এভাবে সে নিজেকে বিভিন্ন সাজে বা রূ পে প্রকাশ করে সবাইকে আনন্দ দিতে চায়।

৪০. রতনের সাজের সাথে ঈশ্বরের কোন রূপের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
● সাকার খ বৈচিত্র্য ঘ নিরাকার ঘ সুন্দর

৪১. ঈশ্বরের উক্ত রূপের যথার্থ কারণ– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিশেষ উদ্দেশে বিভিন্ন গুণের প্রকাশ
ii. বিশেষ উদ্দেশে পৃথিবীতে অবতরণ
iii. বিশেষ উদ্দেশে বিভিন্ন রূ প বা শক্তির প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ- ৪ ও ৫ : ঈশ্বরের একত্ব ■ পৃষ্ঠা-৪

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপকে কী বলে? (জ্ঞান)
● ব্রহ্ম খ শিব ঘ বিষ্ণু ঘ কৃষ্ণ

৪৩. সাকার ঈশ্বরের প্রধান রূপ কয়টি? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন ঘ চার ঘ পাঁচ

৪৪. কী রূপে ঈশ্বর ধ্বংস করেন? (জ্ঞান)
ক ব্রহ্মা খ কৃষ্ণ ঘ বিষ্ণু ● শিব

৪৫. কাকে সাধু–সন্তেরা বহু নামে ডাকেন? (জ্ঞান)
ক ব্রহ্মাকে খ বিষ্ণুকে ঘ মহেশ্বরকে ● ঈশ্বরকে

৪৬. ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন কী রূপে? (অনুধাবন)
● অবতার খ মানুষ ঘ দেবতা ঘ জীব

৪৭. ঈশ্বরই সকল পূজার কী? (জ্ঞান)
● ফলদাতা খ জ্ঞানদাতা ঘ কর্মদাতা ঘ গুণদাতা

৪৮. ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে নিচের কোনটি যথার্থ? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সত্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা খ সৃষ্টির কারণ
ঘ পূজা গ্রহণ ঘ সৃষ্টির প্রতিপালন

৪৯. "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"– কোথায় বর্ণনা আছে? (জ্ঞান)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ● ঋগ্বেদে ঘ সামবেদে ঘ যজুর্বেদে

৫০. "ঈশ্বরই সকল যজ্ঞ বা পূজার প্রাপক ও ফলদাতা"–কোথায় বলা আছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক শ্রীশ্রীচণ্ডীতে খ পুরাণে ঘ বেদে ● শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. দেবী দুর্গা ঈশ্বরের– (অনুধাবন)
i. সাকার ii. সৃষ্টিরূ প iii. শক্তিরূ প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii ঘ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. ঈশ্বরের প্রধান কর্ম হিসেবে যথার্থ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ঈশ্বর ব্রহ্মারূ পে সৃষ্টি করেন ii. তিনি বিষ্ণুরূ পে পালন করেন
iii. শিবরূ পে ধ্বংস করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শশী প্রতিদিন একজন দেবীর পূজা করেন। বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে পাঁচালি পড়ে পূজা সম্পাদন করেন। তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন এবং কিছু কামনা করেন।

৫৩. শশী প্রতিদিন কোন দেবীর পূজা করেন? (প্রয়োগ)
ক মনসা খ দুর্গা ঘ সরস্বতী ● লক্ষ্মী

৫৪. উক্ত দেবী পূজার মাধ্যমে– (উচ্চতর দৰতা)
i. বিদ্যা লাভ করা যায় ii. ঈশ্বরের সাকার রূ পে আরাধনা করা যায়
iii. ধন–সম্পদ লাভ করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

পাঠ-৬ : ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক ■ পৃষ্ঠা-৫

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫. কাকে পিতামহ বলা হয়? (জ্ঞান)
● ব্রহ্মাকে খ ইন্দ্রকে ঘ বিষ্ণুকে ঘ গণেশকে

৫৬. 'তেজ'–এর দেবতা কে? (জ্ঞান)
ক যম ● অগ্নি ঘ সূর্য ঘ চন্দ্র

৫৭. যম কাসের দেবতা? (জ্ঞান)
ক তেজ খ সৃষ্টি ● মৃত্যু ঘ পালন

৫৮. ব্রহ্মার অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক ফড়িং খ মৌমাছি ঘ পাখি ● প্রজাপতি

৫৯. 'শশাঙ্ক' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অম্বুদ ● চন্দ্র ঘ কৌমুদী ঘ জাহ্নবী

৬০. ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কোথায় বর্ণনা আছে? (অনুধাবন)
ক পুরাণে ● শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ঘ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ঘ বেদে

৬১. মহাশক্তিধর অনাদি অনন্ত? (জ্ঞান)
● ঈশ্বর খ ব্রহ্মা ঘ বিষ্ণু ঘ শিব

৬২. ধন–ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই এই বসুন্ধরা। এখানে ধন–ধান্যের দেবী কে? (প্রয়োগ)
● লক্ষ্মী খ দুর্গা ঘ শীতলা ঘ কালী

৬৩. "তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ ও চন্দ্র"– এখানে ঈশ্বরের কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
● ঈশ্বরের এক–একটি রূ প খ ঈশ্বরের এক–একটি গুণ
ঘ ঈশ্বরের এক–একটি কর্ম ঘ ঈশ্বরের এক–একটি অবতার

৬৪. 'প্রজা' শব্দটি দিয়ে কি বোঝায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সকল দেবতা খ সকল জীব ● সকল সৃষ্টি ঘ সকল শক্তি

৬৫. "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর"–এ কথাটি কোথায় বর্ণনা করা আছে?
● গীতায় খ বেদে ঘ চণ্ডীতে ঘ ভগবত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬. ঈশ্বর হলেন– (অনুধাবন)
i. অনাদি ii. অনন্ত iii. অবিনশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৭. সকল দেবতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়– (অনুধাবন)
i. ঈশ্বরের গুণের রূ প ii. ঈশ্বরের সাকার রূ প iii. ঈশ্বরের শক্তির রূ প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬৮ ও ৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সৈকত বাবা মায়ের সাথে মন্দিরে গিয়ে একজন দেবতার মূর্তি দেখে বাবার নিকট পরিচয় জানতে চাইলে বাবা বলেন, তিনি সৃষ্টির দেবতা।

৬৮. সৈকত সৃষ্টির দেবতা হিসেবে কোন দেবতাকে জানল? (প্রয়োগ)
● ব্রহ্মাকে খ বিষ্ণুকে ঘ শিবকে ঘ বিশ্বকর্মাকে

৬৯. উক্ত দেবতার– (উচ্চতর দৰতা)

i. আরেক নাম প্রজাপতি ii. ঈশ্বররূ পে সৃষ্টি করেন
iii. প্রকাশ ঈশ্বরেরই প্রকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অনিতা রানি গৃহে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত ভক্তিপূর্ণ মনে আরাধনা করেন। কিন্তু তারই প্রতিবেশী শিলাদেবী গৃহে গৌর–নিতাই–এর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত শ্রদ্ধাভরে পূজা করেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের অনুকরণ করে। তাদের সংসারে রয়েছে সদা সুখ ও শান্তি।

ক. ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার কে?
খ. ঈশ্বর কীভাবে জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ঈশ্বরের কোন রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় 'বিগ্রহের ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়'–উক্তিটির মর্মার্থ তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার হলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

খ. ঈশ্বর শৃঙ্খলার সাথে জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন।

ঈশ্বর শব্দটির অর্থ হলো প্রভু। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি শৃঙ্খলার সাথে জীব ও জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সকল শক্তি ও গুণের আধার তিনি। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের একমাত্র কর্তা। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূ পে অবস্থান করেন। আবার তিনিই মৃত্যুর সীমায় জীবনকে বেঁধে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন।

গ. উদ্দীপকের অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ঈশ্বরের সাকার রূ পটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার হলেও যে কোনো আকার বা রূ প ধারণ করতে পারেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন রূ প বা আকার ধারণ করে সাকাররূ পে প্রকাশ করেন তখন তাঁকে দেবতা বা দেবদেবী বলা হয়। অর্থাৎ দেবদেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূ প।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, অনিতা রানি তার গৃহে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ রেখে এবং শিলাদেবী গৌর–নিতাইর বিগ্রহ রেখে পূজা করেন। এই বিগ্রহ বা দেবতা মূলত ঈশ্বরেরই সাকার রূ প। তাদের বিগ্রহ ভিন্ন হলেও তাঁরা এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ঈশ্বরের সাকার রূ পটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় 'বিগ্রহের ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়' –এ উক্তিটি যথার্থ।

কেননা, দেবদেবী হলেন একই ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। যেমন– ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু জীবজগৎকে রৰা ও প্রতিপালন করেন, শিবরূ পে ধ্বংস করে পৃথিবীর ভারসাম্য রৰা করেন। অপরদিকে দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধনসম্পদের দেবী।

সাকার রূ প মূলত ঈশ্বরের শক্তিরই একটি বিশেষ অংশ। তাই দেব–দেবী আলাদা কোনো সত্তা নয়। একই ঈশ্বরের সত্তা বা অংশ। তাই পূজাতে দেব–দেবীর ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, অনিতা রানি লক্ষ্মীদেবীর এবং শিলাদেবী গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহে আরাধনা করেন। তাদের বিগ্রহ দুটি ভিন্ন হলেও তারা একই ঈশ্বরের উদ্দেশে আরাধনা করেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য এক ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপর্যুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় 'বিগ্রহের ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়'।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুবীর তার কাজের জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি স্রষ্টার অনন্ত সুন্দর সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা শুরব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, স্রষ্টার একটি গুণের জন্যই সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে। তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর।

ক. 'স্রষ্টা' মানে কী? ১
খ. কীভাবে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপকে উলিস্নখিত সুবীরের ভাষ্যমতে, পৃথিবীর সবকিছু আবর্তিত হওয়ার পেছনে স্রষ্টার কোন গুণটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর'–উক্তিটির যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

▸◂ ২নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. 'স্রষ্টা' মানে যিনি সৃষ্টি করেন।

খ. ঈশ্বরের অসীম শক্তির বলে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী। তিনি শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। সকল শক্তি ও গুণের তিনিই আধার। তিনিই মাটি–জল, নদী–সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তার অসীম শক্তির বলে।

গ. উদ্দীপকে সুবীরের ভাষ্যমতে, পৃথিবীর সবকিছু আবর্তিত হওয়ার পেছনে স্রষ্টার সর্বশক্তিমান হবার গুণটি কাজ করছে।

পৃথিবীর প্রতিটি উপাদানের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি জল–মাটি, নদী–সমুদ্র, বৃষ্টি–বাতাস, জীব তথা মানুষের সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁকেই আমরা স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা বলি। এসব সৃষ্টির পেছনে এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে। ঈশ্বর সেই অসীম শক্তির অধিশ্বর। স্রষ্টার অসীম শক্তির বলেই পৃথিবীর সবকিছু একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, সুবীর তার কাজের জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি স্রষ্টার রহস্যময় সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হন। তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা শুরব করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, স্রষ্টা সর্বশক্তিমান ও সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক হওয়ায় সবকিছুই সঠিকভাবে আবর্তিত হচ্ছে। তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর। সুতরাং পৃথিবীর সবকিছু আবর্তিত হওয়ার পেছনে স্রষ্টার সর্বনিয়ন্ত্রক ও শক্তিরূ প গুণটি কাজ করছে।

ঘ. 'তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর' –উক্তিটি যথার্থ।

ঈশ্বর অনন্ত ও অবিনশ্বর। তাঁর অন্ত বা শেষ নেই। এ নশ্বর পৃথিবীতে তিনি অবিনশ্বর। তার লয়, ক্ষয়, জরা ও ব্যাধি কিছুই নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি শৃঙ্খলার সাথে জীবজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূ পে অবস্থান করেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব অসীম শক্তি বলে। জীবকে তিনিই মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস করেন। তিনি এভাবে জীব ও জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই তিনি ঈশ্বর। তাঁর অন্ত নেই, তাঁর বিনাশ নেই। তাই তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর।

উদ্দীপকের সুবীর তার কাজের জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। এ সময় তিনি স্রষ্টার অনন্ত সুন্দর সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হন।

তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা শুরব করেন। ঈশ্বর উপলব্ধি করেন, স্রষ্টার গুণ ও মহত্ব।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'ঈশ্বর অনন্ত ও অবিনশ্বর' উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসে শিৰক বায়ু ... নমস্তে শেৱাকটি পড়ে তার অর্থ বুঝাচ্ছিলেন। শিৰক বলেন, এ মন্ত্রটি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা এবং সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের স্বরূ প বোঝায়। এই রূ পে আমরা ঈশ্বরের বন্দনা করি।

ক. কারা স্রষ্টাকে ভগবান নামে অভিহিত করেন? ১
খ. অবতার বলতে কী বোঝ? ২
গ. শিৰক যে শেৱাকটি বলছিলেন, তার সাহায্যে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বন্দনা করব? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঈশ্বরের স্বরূ প পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ভগবান নামে অভিহিত করেন।

খ. ঈশ্বর যখন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কোনো বিশেষরূ পে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁকে অবতার বলে।

যখন ধর্মের গরানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ অন্যায় অবিচারে মানবজীবন বিপর্যস্ত হয়, অভুত্থান ঘটে অধর্মের, তখন ঈশ্বর জীবোদ্ধারে কোনো না কোনো রূ প ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যেমন : ত্রেতাযুগে ঈশ্বর রামরূ পে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

গ. শিৰক ক্লাসে যে মন্ত্রটি বলেছিলেন, তাতে সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তার রূ পটি ফুটে ওঠে– আর এ রূ পে আমরা নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূ পের বন্দনা করবো। শিৰক ক্লাসে যে শেৱাকটি বলেছিলেন তা হলো–

বায়ুর্যমোহগ্নিবরবণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ১১/২৯

এর অর্থ হলো– তুমি বায়ু, তুমি যম, তুমি বরবণ ও চন্দ্র। তুমিই ব্রহ্মা, আবার ব্রহ্মারও স্রষ্টা তুমি। তোমাকে নমস্কার করি হাজারবার, বারবার তোমাকে নমস্কার।

এ শেৱাকের মাধ্যমে সকল শক্তির মূল হিসেবে ঈশ্বরের বন্দনা করা হয়েছে। তিনি সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তাও। এমনকি সৃষ্টির দেবতা যে ব্রহ্মা, তারও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। এরূ প ইশ্বর নিরাকার, কিন্তু নিরাকার হলেও তার বিভিন্ন সৃষ্টি ও তাঁর শক্তি দেখে আমরা তাঁকে অনুভব করতে পারি এবং তাঁর বন্দনা করি।

ঘ. উদ্দীপকে ঈশ্বর নিরাকার। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্ত্রক ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

ঈশ্বর শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু। তিনি শৃঙ্খলার সাথে জীব–জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূ পে অবস্থান করেন। তিনি সৃষ্টি, ধ্বংস ও পালনের একমাত্র কর্তা। তিনি মানুষের জীবনকে বেঁধে দিয়েছেন মৃত্যুর সীমায়। এভাবে তিনি জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন।

ঈশ্বর অনাদি, কেননা তাঁর কোনো আদি নেই, নেই তাঁর কোনো অন্ত। আর তাই তিনি অনন্ত। তাঁর বিনাশ নেই, তাই তিনি অবিনশ্বর, তিনি নিরাকার, কিন্তু কখনও কখনও তিনি সাকার রূ পে আবির্ভূত হন। দেবদেবীরূ পে তাঁর সাকার রূ প। আবার ধর্ম প্রতিষ্ঠায় মাঝে মাঝে পৃথিবীতে নেমে আসেন তিনি অবতাররূ পে।

উদ্দীপকের শেৱাকটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর স্বরূ প বোঝাতে শেৱাকটি বলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ধর্ম স্থাপনে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করলেও তাঁর স্বরূ প মূলত সর্বশক্তিমান ও সকল সৃষ্টির কর্তা। যম, অগ্নি, বরবণ, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা আসলে ঈশ্বরেরই এক একটি রূ প। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মারও স্রষ্টা তিনি। সকল দেবতার শক্তি তাঁরই শক্তি। এ মহাশক্তিধর অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে তাই বারবার নমস্কার জানিয়ে পরম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পড়শি সনাতন ধর্মের অনুসারী। সে বিভিন্ন দেব–দেবীর পূজা–অর্চনা করে। কিন্তু তার অন্য বন্ধুরা অন্যভাবে উপাসনা করে। সে এটি সম্পর্কে তার মায়ের কাছে জানতে চাইলে তার মা বলেন, যেকোনো পথে উপাসনা করলে তা এক ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছায়। সবশেষে তিনি বলেন, এটি হলো ঈশ্বরের একত্ব।

ক. দেবী দুর্গা ঈশ্বরের কোন রূ প? ১
খ. ভক্তরা প্রার্থনা বা উপাসনা করেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পড়শির মায়ের প্রথম বক্তব্যটি কী? বুঝিয়ে বল। ৩
ঘ. উদ্দীপকের পড়শির মায়ের সর্বশেষ উক্তিটির তাৎপর্য বিশেৱষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূ প।

খ. ভক্তরা শক্তি বা গুণের জন্য ঈশ্বরের প্রার্থনা বা উপাসনা করেন।

ঈশ্বর অসীম শক্তির অধিকারী। ঈশ্বরের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, তারাই তাঁর ভক্ত। ভক্তরা দেব–দেবীর পূজা করেন। তারা তাঁদের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁদের কাছে বিশেষ শক্তি বা গুণের জন্য প্রার্থনা জানান।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পড়শির মায়ের প্রথম বক্তব্যটি হলো উপাসনার পথ বহু হলেও ঈশ্বর এক।

আমরা জানি, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর রূ প বহু। ঈশ্বর বহুরূ পে সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন। তিনি সাকার, কখনো বা নিরাকার। তিনি বিভিন্নরূ পে বিভিন্ন গুণের আধার। ভক্তরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন বিশেষ বিশেষ গুণ। যার প্রার্থনা যেমন তার উপাস্য দেবতাও তেমন। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন পথে ঈশ্বরের প্রার্থনা করা যায়। এক ঈশ্বরকেই সাধুরা বহু নামে ডাকেন। বহুভাবে উপাসনা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, পড়শির মা বলেছেন, "যেভাবেই উপাসনা করা হোক না কেন, তার সবই এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায়। অর্থাৎ উদ্দীপকে বর্ণিত পড়শির মায়ের প্রথম বক্তব্যটি হলো উপাসনার পথ বহু হলেও ঈশ্বর এক।

ঘ. পড়শির মায়ের সর্বশেষ উক্তিটি হলো– ঈশ্বরের একত্ব।

আমরা জানি, যুগের প্রয়োজনে ঈশ্বর কখনো সাকাররূ পে আসেন, আবার তিনিই নিরাকার। ভক্তরা সাধ্য ও সাধনা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে– যারা অন্য দেবতাকে ভক্তি–শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করে, তারা ঈশ্বরেরই পূজা করে। ঈশ্বরই সকল যজ্ঞ বা পূজার প্রাপক ও ফলদাতা। ঈশ্বরকে যেভাবে পূজা করা হয়, তিনি সেভাবেই ভক্তকে তুষ্ট করেন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস বর্তমান। বিভিন্ন ধর্মানুসারীরা বিভিন্নভাবে উপাসনা করে। এ উপাসনা এক ঈশ্বরেরই উপাসনা। এ হলো ঈশ্বরেরই একত্ব। ঈশ্বর নিরাকার হলেও তিনি স্বেচ্ছায় সাকার রূ প ধারণ করেন। এটিও তাঁর একত্বেরই বিচিত্র প্রকাশ।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, পড়শি সনাতন ধর্মের অনুসারী। সে বিভিন্ন দেব–দেবীর পূজা–অর্চনা করে। কিন্তু তার অন্য বন্ধুরা অন্যভাবে উপাসনা করে। সে এটি সম্পর্কে তার মায়ের কাছে জানতে চাইলে তার মা বলেন, যেকোনো পথে উপাসনা করলে তা এক ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছায়। আর এটিই হলো ঈশ্বরের একত্ব।

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

জ্ঞানমূলক----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ব্রহ্মার স্রষ্টা কে?

উত্তর : ব্রহ্মার স্রষ্টা ঈশ্বর।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ প্রপিতামহ অর্থ কী?

উত্তর : প্রপিতামহ অর্থ পিতামহের পিতা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন?
উত্তর : ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূ পে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কে শৃঙ্খলার সাথে জীবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন?
উত্তর : ঈশ্বর শৃঙ্খলার সাথে জীবজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের একমাত্র কর্তা?
উত্তর : ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের একমাত্র কর্তা।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ঈশ্বরকে কখন জীবাত্মা বলা হয়?
উত্তর : ঈশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূ পে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ঈশ্বরের সাকার রূপগুলোর নাম লেখ।
উত্তর : ঈশ্বরের সাকার রূ পগুলো হচ্ছে অবতার, দেব–দেবী ও জীব।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ঈশ্বরের প্রধান তিনটি রূপের নাম লেখ।
উত্তর : তিনটি প্রধান কর্মের জন্য ঈশ্বরের তিনটি প্রধান রূ প হলো–ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ দেব–দেবী ঈশ্বরের কী রূপ?
উত্তর : দেব–দেবী ঈশ্বরের সাকার।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সরস্বতী দেবীরূপে ঈশ্বর আমাদের কী দান করেন?
উত্তর : সরস্বতী দেবীরূ পে ঈশ্বর আমাদের বিদ্যা দান করেন।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?
উত্তর : ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার উভয়ই।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর কীরূপে সৃষ্টি করেন?
উত্তর : ঈশ্বর ব্রহ্মারূ পে সৃষ্টি করেন।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ পালনকর্তা কে?
উত্তর : বিষ্ণু পালনকর্তা।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ সৃষ্টির ধ্বংসকারী কে?
উত্তর : সৃষ্টির ধ্বংসকারী শিব।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ দেবী দুর্গা ঈশ্বরের কী?
উত্তর : শক্তিরূ প।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ সৃষ্টিকর্তাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কী বলে?
উত্তর : হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ 'ঈশ্বর' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : ঈশ্বর শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ অবতরণ শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : অবতরণ শব্দটির অর্থ নেমে আসা।

◘ অনুধাবনমূলক---------- //

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ঈশ্বরের স্বরূপ বলতে আমরা কী বুঝি?
উত্তর : ঈশ্বরের স্বরূ প বলতে আমরা নিরাকার ও সাকার উভয় রূ পই বুঝি।
ঈশ্বর নিরাকার, তাঁকে দেখা যায় না কিন্তু আমরা তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। আবার ঈশ্বর নিজেকে বা নিজের অংশবিশেষকে সাকার রূ প দান করেন। যেমন : দেব–দেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূ প। আর তাই দেব–দেবীদের সন্তুষ্ট করলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'যেভাবেই উপাসনা করা হোক না কেন, সবই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় এবং তিনি তার ফল দান করেন।' কথাটি বুঝিয়ে লিখ।
উত্তর : যেভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হোক না কেন মূল যেহেতু ঈশ্বর তাই সকল অর্ঘ্যই তার কাছে পৌঁছায়।
ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। এক ঈশ্বরকেই সাধুসন্তরা বহু নামে ডাকেন এবং উপাসনা করেন। আবার ঈশ্বরের যে কোনো শক্তি বা গুণের সাদৃশ্য কল্পনা করে একেকটি প্রতীক গ্রহণ করা হয়, যাকে বলা হয় প্রতিমা পূজা। আর তাই যে যেভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হোক না কেন সবই ঈশ্বরের কাছে সমানভাবে পৌঁছায়। ঈশ্বরের যজ্ঞ বা পূজার প্রাপক ও ফলদাতা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ দেব–দেবীকে সন্তুষ্ট করলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হয় কীভাবে?
উত্তর : দেব–দেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূ প। যেমন : ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণুরূ পে ঈশ্বর জীবজগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, শিবরূ পে তিনি ধ্বংস করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। অপরদিকে দুর্গা শক্তির দেবী, সরস্বতী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধন–সম্পদের দেবী ইত্যাদি। যেহেতু দেব–দেবীরা ঈশ্বরের অংশ, তাই দেব–দেবীদের সন্তুষ্ট করলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ঈশ্বরের একত্ব বলতে কী বোঝ?
উত্তর : বিভিন্ন মত ও পথ অনুসারে উপাসনা করা হলেও ইশ্বরের মূলত এক ও অদ্বিতীয়– এই–ই ঈশ্বরের একত্ব।
হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করলেও তা মূলত এক ঈশ্বরেরই উপাসনা। কেননা দেবদেবীরা ঈশ্বরেররই অশংমাত্র বা ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশ মাত্র। তাই যেভাবে বা যে রূ পেই উপাসনা করা হোক না কেন তা সবই ঈশ্বরের উপাসনা। এ হলো ঈশ্বরের একত্ব।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ঈশ্বরকে কখন দেবদেবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়?
উত্তর : ঈশ্বরের সাকার রূ প দেবদেবী। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন রূ প বা আকার ধারণ করে সাকার হয়ে ওঠে এবং বিশেষ গুণ, শক্তি বা মহিমা প্রকাশ করে, তখন তাঁকে দেবতা বা দেবদেবী বলে আখ্যায়িত করা হয়।